নুতন আলোর হাতছানি

মো:আলী আজম

ডেট লাইন কুয়েত: বৃহস্পতিবার, ২২ অক্টোবর ২০০৯। এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিলে দ্বার। সকাল থেকেই কুয়েত প্রবাসী বিদগ্ধ বাঙালি মহলে একটাই প্রসঙ্গ- আজকের স্থানীয় কাগজ পড়েছেন? পড়া হোক বা না হোক মুখে মুখে খবর ছড়িয়ে গেছে সবখানে। তাই বাড়তি কথার প্রয়োজন পড়েনা, শুধুই প্রশস্তি আর দিন বদলের পালায় শোকর গুজারীর তাগিদে আপ্লুত সবাই। অন্য সময়ে সাত সকালে পত্রিকার খোঁজ পড়া মানে হোয়াট'স অন পাতায় বিশেষ ব্যবস্থায় নিজেদের ঢাক নিজেরা পিটিয়ে তার ছবি দেখার তাগাদা, এবং প্রায়শ:ই স্থানীয় সংবাদের পাতায় অপরাধ কলামে গতকালের টুকি টাকি নিয়ে ছি: ছিক্কার। কিন্তু আজকের দিনটা অন্য রকম। বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে যখন অসম্মানজনক পদ-পেশা বিলোপের নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার, দিন বদলের মন্ত্রী সভার প্রধান মন্ত্রী থেকে শুরু করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী, বৈদেশিক কর্ম সংস্থান মন্ত্রী যখন বাঙালির বৈদেশিক কর্ম সংস্থানের লক্ষ্যে সারা বিশ্ব চষে বেড়াচ্ছেন, প্রবাসীদের সমস্যা জর্জরিত দেশের দায়ীত্বশীলদের সাথে ম্যারাথন বৈঠক করছেন এবং যখন এর ফল স্বরূপ সৌদী আরবে রেসিডেন্সী পরিবর্তনের অনুমতি লাভ, মালয়েশিয়া থেকে ফেরত যাত্রা অনেকটা স্থগিত, গ্রীস-মালদ্বীপসহ ইতি-উতি অবৈধভাবে অবস্থানরত বাঙালিদের বৈধতা দেয়ার কথা বার্তা যখন চুড়ান্ত প্রায়, লিবিয়া-সুদান-ইরাকে প্রতিশ্রুতিশীল শ্রম বাজার বাস্তবে ধরা দেওয়ার পথে এবং যখন এসব সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হাজার কোটি ডলারের চুড়া অতিক্রম করছে ঠিক তখন কুয়েতে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সীমিত প্রশংসার সাথে উঠে এসেছে অযাচিতে, অপ্রত্যাশিতজনের হৃৎ-কলমের টানে। লেখাটি সামান্য হলেও আরব আভিজাত্য, রক্ষণশীলতা বিচারে যেমন তেমনি এতদঞ্চলে কোনঠাসা প্রবাসী বাঙালির অশ্রুতপূর্ব প্রশংসা বিচারে তা অসামান্য।

এখানকার সাবেক তেল মন্ত্রী , প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ এবং সুশীল সমাজের অগ্রগন্য সভ্য জনাব আলী আহমেদ আল বাগলি দৈণিক আরব টাইমস পত্রিকায় মন্তব্য প্রতিবেদনে লিখেছেন- "স্রেফ কতেক সহকর্মীর অন্যায় , অনৈতিক কার্য্যকলাপের জন্যে কোন দেশের নাগরিকদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখা অসমীচীন। দুর্বলতা মানুষের বংশগত নয়। তা স্বত্বেও তাদের সহকর্মীদের কৃতকর্মের জন্যে অন্যদেরও ভেদ বৈষম্য করে কেউ কেউ আনন্দ পায়। প্রকৃত প্রস্তাবে , মুল সমস্যা হচ্ছে আইনের অপপ্রয়োগ। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ সহ কেউ কেউ, বাংলাদেশীদের মত কতেক জাতিকে ফেরারী (আউট ল) বিবেচনা করেন।

কুয়েতীদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে বাংলাদেশীরা আপনার সড়ক পরিস্কার করে, আপনার আবর্জনা কুড়ায়, এবং চা-কফি বানানোর সাথে সাথে সরকারী বেসরকারী অফিস সমূহে চিঠি পত্র আনা নেওয়ার মাধ্যমে আপনাদের সেবা দেয়। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয় বাংলাদেশীরা সরকারী অফিস আদালতে অলস নাগরিকদের কাজ করে দেয়। অধিকন্ত কুয়েতীদের আরও বুঝা দরকার যে, বাংলাদেশীরা আপনার বাড়ী-ঘর এবং অবসর আবাসনেরও পাহারা দেয়। তারা আপনাদের সন্তান এবং স্ত্রীদের স্কুলে, সুপার মার্কেটে আনা নেয়া করে। বাংলাদেশীদের অত্যাবশ্যকীয় সেবা সম্পর্কে প্রত্যেকেই অবগত , তার পরেও অনেকেই জাতি ভিত্তিক ভেদ বৈষম্যে এই মহান অবদানকে অসম্মান করেছেন যা ১০০ মিলিয়ন মানুষের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছে, এই ১০০ মিলিয়ন মানুষের এমন সব উল্লেখযোগ্য অর্জন রয়েছে যা ৩০০ মিলিয়ন আরবরা অর্জন করতে পারেনা।

যারা বাংলাদেশীদের অপমান কিংবা ভেদ বৈষম্য করে তারা কি অবগত আছেন যে, চক্ষু অপারেশনে লেজার পদ্ধতি ব্যবহার আবিষ্কার করেছেন একজন বাংলাদেশী, ইউ টিউব ব্যাবহারকারীরা জানেন কি এটা একটা বাংলাদেশী বাস্তবতা? কুয়েতের সামরিক পাইলট কি জানেন যে একজন বাংলাদেশীই তার বিমানের(জন্যে) হালকা এলুমুনিয়ম আবিষ্কার করে দিয়েছেন? বোস স্পীকার ব্যবহারকারীরা কি জানেন যে বোস একজন বাংলাদেশী?
আপনি কি জানেন যে গগনচুম্বি অট্টালিকা- শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার তৈরী করেছেন একজন বাংলাদেশী? যে সমস্ত নারীরা তথাকথিত টেস্ট টিউব শিশু নিয়েছেন তারা কি অবগত আছেন যে, এই ক্ষেত্রে অগ্রগন্যদের একজন বাংলাদেশী? আপনি কি জানেন যে একজন বাংলাদেশী পরিসংখ্যানের বিশেষ সমীকরণের উদ্ভাবক? এসব হচ্ছে বিশ্বের জন্যে বাংলাদেশীদের অবদানের সামান্য উল্লেখ মাত্র। কুয়েতী অথবা উপসাগরীয় অঞ্চলের নাগরিক যারা বাংলাদেশীদের পীড়ন করেন তাদের অর্জন কি?"
স্থানীয় সুশীল নাগরিক সমাজের অন্যতম পুরোধা হিসেবে স্পষ্টবাদী ভদ্রজনের দেশপ্রেম, জাত্যাভিমানে ঘাটতি নেই একটুও। আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর সমাজকে সংশোধন করতে চেয়েছেন, সামাজিক দৃষ্ঠিভঙ্গিকে বদলানোর কথা বলেছেন। এখানে বলে রাখা ভাল, নানা ঘটনা দুর্ঘটনায় খেটে খাওয়া শ্রমিকদের জন্যে বিচ্ছিন্নভাবে সহানুভূতি, করুনা মন্তব্য ইতোপূর্বে দেখা গেলেও সমাজের এতো উঁচু স্তরে মানবিকতাবোধ থেকে আত্মোপলব্ধির বহি:প্রকাশ এইই প্রথম। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার মধ্যে ফুটে উঠেছে, সীমিত পরিসরে অন্য অনেক কিছুর সাথে, বাংলাদেশের প্রতি স্থানীয় সামাজিক বিরূপ দৃষ্ঠিভঙ্গীর চিত্র । পাশাপাশি সত্যের খাতিরে অস্বীকার করারও উপায় নেই যে এই সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী একা কুয়েতের নয় বরং প্রবাসী বাঙালি অধ্যুষিত এতদঞ্চলের প্রত্যেক দেশের । বলাবাহুল্য অতি অবশ্যই এর কার্যকারন হেতু আছে এবং এ অসম্মান,অপমান থেকে পরিত্রাণের জন্যে আমাদেরও আত্ম সমালোচনা,আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন।
শুনতে খারাপ লাগলেও গোড়াতেই বলে রাখা ভাল যে, প্রবাসের বাস্তবতা হচ্ছে সবকিছুতে গা বাঁচিয়ে চলা এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা নেওয়ার বেলায় এগিয়ে থাকা সংখ্যালঘু পেশাজীবিরা এখানে স্থানীয় জনগনের চোখে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেননা। ভাল-মন্দে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন নিম্নবর্গের সংখ্যাগুরু বাঙালি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই যদি দোর গোড়া থেকে দেশের প্রতিটি অফিস- আদালত মায় নাগরিক সুবিধা প্রদায়ী প্রতিষ্ঠানে কোন একটি বিশেষ দেশের, বিশেষ জাতি গোষ্ঠীর মানুষকে সাফাইকর্মীর ভূমিকায় দেখা যায় এবং তাদের একটি অংশ যখন ভিক্ষাবৃত্তি, ডাস্টবিন হাতড়ানোর কাড়াকাড়ি, এমনকি ছিঁচকে চুরির মত অপরাধবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে , নানা টানাপড়েনে কোন কোম্পানী বিশেষের চুক্তি বাতিল হলে অন্য কোম্পানীতেও যদি সে একই জাতি-গোষ্ঠীর আরো বিরাট সংখ্যক কর্মচারীর আরো খারাপ চাল চিত্র অব্যাহত থাকে এবং এমনকি যাদের হাজারও দু:খ-দুর্দশায় রাষ্ট্র কিংবা দূতাবাস কার্যকর কোন ব্যাবস্থা নেয়না তাহলে সে দেশ বা জাতি-গোষ্ঠী সম্পর্কে একটা সাধারণ বাজে ধারণা জন্ম নেয়া স্বাভাবিক। আরেক দল 'নুরানী ছুরত' বছরের বিশেষ বিশেষ সময়ে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এসে দেশের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে অর্থ সাহায্য ভিক্ষার নামে রীতিমত সার্টিফিকেট দিয়ে নিজেদের ব্যাবসা সম্মত পরিচয়ে বাংলাদেশকে তুলে ধরেন। এ'সব ক্রিয়াকান্ডে চাপা পড়ে যায় বাংলাদেশের খেটে খাওয়া সাধারণের আত্মসম্মানবোধ, সততা ও নিষ্ঠা। অথচ সম্মাণিত ভদ্রজন এই নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন দায়ীত্ববোধ, সততা ও অধ্যাবসায়ের উদাহরন এবং এদের জন্যেই দাবী করেছেন পেশাজীবির সম্মান। এবং এদের প্রসঙ্গেই খুঁজেছেন, যতো সীমিত আকারেই হোক না কেন, বিশ্ব সভ্যতায় বাঙালির বাংলাদেশের অবদান। কোন পরিস্থিতিতে, কিভাবে এই মানুষগুলো বিদেশে আসে এবং বিদেশে আসার পর কেন তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয় আর তাদের অবস্থা

খারাপ হলে কাদের অবস্থা ভাল হয় এতকিছুর প্রেক্ষাপট,ফলাফল অনুসন্ধান কে আর করতে যায়? তার সাথে যদি আবার শ্রমবাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগী, বিভীষণের দুরভিসন্ধি মুলক অপপ্রচার, উৎপাত যুক্ত হয় তাহলে তো কথাই নেই। সব কিছুতেই কেষ্টা বেটা চোর। এযাবৎ কুয়েতে বাঙালি নামেই অসম্মান,অবজ্ঞার এই ধারা চলে আসছিল সোৎসাহে। জনাব আলী আল বাগলি তাতে রুখে দাঁড়ালেন। হ্যাটস অফ টু হিম।
ব্যক্তি বিশেষের অপরাধ সংগঠনের নানা প্রেক্ষাপট, কারন থাকতে পারে কিন্তু সে যুক্তিতে সে পার পেতে পারেনা। অপরাধ ছোট-বড় হতে পারে কিন্তু তা মন্দ বই ভাল হতে পারেনা এই সত্য মেনে নিয়েও বলতে হয় প্রবাসী জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ তথা ব্যক্তি পর্যায়ের দায়কে কোন জাতি-গোষ্ঠীর অপরাধ গন্য করা যায়না কিংবা ব্যক্তির দায়ে তার জাতি-গোষ্ঠীর সবাইকে এক পাল্লায় বিচার করা যায়না। পৃথিবীর কোন সমাজই শতভাগ অপরাধ মুক্ত নয়, বিচ্ছিন্ন কিংবা ব্যক্তিগত অপরাধের একচেটিয়া দায়ভাগীও নয় কোন জাতি-গোষ্ঠী কিন্তু তারপরেও এতদঞ্চলে প্রবাসী বাঙালি এখনও এই ক্ষেত্রে অত্যন্ত করুণভাবে মার্কামারা। নিকট অতীতে পত্রিকায় অপরাধের সচিত্র বর্ণনে, ক্ষেত্র বিশেষে এমনও সাব টাইটেল দেখা গেছে “একজন বাঙালি আর দুইজন এশীয় গ্রেফতার”। ন্যায্য পাওনার দাবীতে শ্রমিক অসন্তোষের মত বড় ধরনের হাঙ্গামা হুজ্জোতে নানা জাত-পাতের সংশ্লিষ্টতা স্বত্বেও, এই সেদিনও “উপদ্রব” হিসেবে আখ্যাত হয়েছে বাঙালি। দু:খের মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজেছে এই ভেবে যে, পত্রিকার সম্পাদকীয় নীতিমালা নয় বরং সজ্ঞান অসচেতনতার সুবাদে তাদের বাংলাদেশ বিদ্বেষী নিম্নবর্গের কর্মচারীরা এর মূল হোতা এবং তারও মূলে আছে শ্রমবাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগীদের প্ররোচনা। বলাবাহুল্য প্রচার মাধ্যমের একচেটিয়া রাজত্বের যুগে, স্থানীয় রক্ষণশীল সমাজে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ নেই বললেই চলে। প্রচার মাধ্যমে এমন কোন বাঙালিও কর্মরত নেই যিনি নিজ দক্ষতা যোগ্যতা বলে নীতি নির্ধারণী পর্য্যায়ে নিজেদের যৌক্তিক অবস্থান তুলে ধরবেন। তদুপরি স্থানীয় সমাজকে প্রভাবান্বিত করার মত সাংস্কৃতিক সামর্থ্য কিংবা উদ্যোগ কোনটাই বাঙালির, বাংলাদেশের মধ্যে এ যাবৎ পরিলক্ষিত হয়নি। প্রবাসে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিচারে, অবৈতনিক রাষ্ট্রদূত হিসেবে প্রবাসীর মেধা বিস্ফোরনের কালিমা স্বরূপ দেশী রাজনীতির অননুমোদিত খচ খচানিই বাংলাদেশের দুর্নামের আঁতুড় ঘর। বছর জুড়ে কাগজে-কলমে বাংলাদেশ দূতাবাসের এতো কর্মকান্ড, প্রবাসী সংগঠনসমূহের এতো ঢংকা নিনাদ তার কোনটাতেই কিন্তু স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করার কোন প্রচেষ্ঠা কষ্মিনকালেও দেখা যায়নি। স্থানীয় কোন ইস্যুতে নিজেরা সম্পৃক্ত হয়ে দক্ষতা- যোগ্যতা-আন্তরীকতার প্রমানও রাখেনি। ফলত: সভ্যতা-সংস্কৃতির আদান-প্রদান সেভাবে হয়নি, গড়ে উঠেনি পারস্পরিক আস্থা,বিশ্বাস কিংবা সমীহবোধ। এই প্রেক্ষাপটে ইরাকী দখলদারদের বিরুদ্ধে গঠিত বহুজাতিক সেনা বাহিনীতে অংশ গ্রহনের মত মহত্তোম বাংলাদেশী অবদান, প্রকাশ্যে না হলেও বাস্তবে, আন্তর্জাতিক বিবেচনায় স্রেফ বাণিজ্যিক উদ্যোগ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে- দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গভীরভাবে রেখাপাত করেনি। তাই বাংলাদেশ যেমন রাষ্ট্রীয় কুটনৈতিক শিষ্টাচারের বাড়তি আন্তরীকতা পায়নি তেমনি এখানে কর্মরত অন্যুন দুই লাখ পঁচাত্তর হাজার বাঙালিও ছুতা নাতায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের শিকার হয়েছে অবলীলায়। আমাদের ইসলামী সৌভ্রাতৃত্ব কিংবা মানবিকতাবোধ'র একতরফা দাবী কেবলই কথার কথা, দুর্বলপক্ষের সহানুভুতি আদায়ের ব্যর্থ প্রচেষ্ঠা হিসেবে থেকে যায়। বিদেশী রাষ্ট্র, সরকার প্রধানের সাথে সাক্ষাতের রেডিমেড এজেন্ডাই যদি হয় বাংলাদেশ থেকে আরো বেশী করে অদক্ষ,আধা দক্ষ শ্রমিক আমদানীর অনুরোধ তাহলে সেই দেশ, জাতিকে কুটনৈতিক শিষ্টাচারের বাড়তি অথবা সমানে সমান গুরুত্ব দিয়ে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে যাবে কে? মুক্ত বাজার অর্থনীতির মোদ্দা কথাই হল সব সম্পর্কের মূলে চাহিদা এবং সরবরাহ, দেবে আর নেবে। তূল্য মূল্যে বিনিময়, কিছুতেই কম-বেশী নয়। মহাজন আর খাতক, নিয়োগ দাতা আর কর্মচারী তথা উত্তম আর অধমর্ণের সম্পর্কটা, মুখে যাই বলা হোক,

বাস্তবে বরাবরই অসম মর্যাদার। এই নিরিখে বহির্বিশ্বে অদক্ষ বাঙালি শ্রমঘন দেশে বাংলাদেশের মান মর্যাদার মান বিচার করে নিতে কারুর কষ্ট হওয়ার কথা নয়। সস্তা শ্রমিক নেওয়ার জন্যে ঝুলোঝুলি না করে বাংলাদেশ যদি শ্রমের চাহিদা অনুপাতে সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করতো, বহির্বিশ্বে শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা আন্তর্জাতিক মানে উশুল করতে তৎপর হতো, সর্বোপরি শ্রম রফতানীতে পেশাদারীত্ব দেখাতো পারতো তাহলে এই চিত্রটা নির্ঘাৎ অন্য রকম হতো। সব মিলিয়ে বেদনার কালো রং ক্যানভাসে বাংলাদেশ চিত্রিত হতে থাকে অসঙ্গত,অন্যায় পরিচয়ে। বলতে দ্বিধা নেই বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত বাঙালির উন্নত মস্তক সেই যে পঁচাত্তরের আগস্টে বিশ্ব দরবারে হেঁট হয়েছে তা আর সোজা হয়নি। রাষ্ট্রক্ষমতা কব্জা করে ঘাতক চক্র নিজেদের অবৈধ কার্যকলাপ আড়াল রাখতে দেশের অর্থনৈতিক খাতে যে হরিলুঠের আসর জমায় তারই অংশ হিসেবে শ্রম বাজার তথা বৈদেশিক কর্মসংস্থান খাতকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দেয় আদম বেপারীদের কাছে । নানা ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে, কাল প্রবাহে, দেশে রাষ্ট্র প্রধান এসেছেন আবার বিদায়ও নিয়েছেন কিন্তু বিশ্বের সমীহ কাড়া রাষ্ট্র নায়ক বাংলাদেশ আর ফিরে পায়নি, পাওয়ার কথাও নয়। পৃথিবীর আনাচে কানাচে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাঙালির যশ খ্যাতির পালক এসে যুক্ত হয়নি অভিবাবকহীন জাতির মুকুটে। দু:শাসনের উৎপাদিত দুর্নীতি এবং তজ্জনিত ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের যে প্রতিচিত্র খাড়া করেছে তার বিপরীতে ছিটেফোঁটা উন্নতি কোন পাত্তা পায়নি। বাংলাদেশ বৈদেশিক বিনিয়োগ, তৈরী পোষাক শিল্পের কোটা ভিক্ষা করে সস্তা শ্রমিকের আকর্ষণ,এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার না দেবার নিশ্চয়তা দিয়ে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা অদক্ষ শ্রম রফতানীতে প্রাণপাত করে দেশী-বিদেশী আদম বেপারীদের চড়া মূল্যে ভিসা বিক্রী এবং বিদেশে শ্রমিকদের দুর্দশায় কোন রকম কর্নপাত না করার মৌন অথচ কার্যকর সম্মতি দিয়ে। অদক্ষতা, অযোগ্যতাকে যোগ্যতা সাব্যস্ত করলে তার ফলাফল বিষময় হতে বাধ্য। যে সব দুর্নীতিবাজ রাজনীতিবিদ , আমলার যোগ সাজশে আদম বেপারী-হুন্ডিওয়ালাদের রমরমা ভাব, এবং তজ্জনিত অপরাধে যাদের সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য পোড়া দেশে তারাই পেয়ে যায় ভিআইপি, সিআইপির খেতাব। ভিসার চড়া মূল্য প্রদান এবং তার বিপরীতে শ্রমিকদের দু:খ-দুর্দশায় রাষ্ট্রীয় নীরবতা যেমন এদের উৎসাহিত করে আবার তেমনি দেন-দরবার করে অবৈধ শ্রমিকদের বৈধ করা গেলে শ্রমিকদের যতনা উপকার হয় তারচেয়েও বেশী পসার হয় আদম ব্যাবসার। শিক্ষিত বেকারেরা উপায়ান্তর না দেখে নিম্নবর্গের পেশায় বিদেশে এসে জোর জুলুম সহ্য করেও যখন নিজ যোগ্যতায় , অপেক্ষাকৃত কম বেতনে হলেও কোম্পানীর কারিগরি কিংবা মোটামুটি দায়ীত্বশীল পদে আসীন হয়, ছোটখাটো ব্যাবসা-বাণিজ্য করে তার কৃতিত্বও জমা পড়ে আদম বেপারীদের একাউন্টে। পক্ষান্তরে এসব কর্মকান্ডে শ্রম বাজারে প্রতিযোগী দেশ সমূহ অনৈতিক চাপের মুখে পড়ে, ফলত: চক্ষুশূল হয় বাংলাদেশ। তারই ফসল জাতি-বিদ্বেষপ্রসূত লাগামহীন অপপ্রচার।

জাত-মারা দেশী জাতিয়তাবাদের মত শ্রম বাজারে অদক্ষ শ্রমিক উপাধিও বাংলাদেশেরই আবিষ্কার। 'ম্যানুয়েল লেবারার' বা দিন মজুর বলতে যাদের বুঝায় বৈশ্বিক পরিমন্ডলে তারাও একটা বিশেষ যোগ্যতাবলেই দিন মজুর। অথচ এদেরকেই অদক্ষতার সীল মেরে কামলা আমলারা শ্রমবাজারে পাইকারী শোষনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। সামান্যতম মেধা, সামান্য দেশপ্রেম থাকলেও তারা বুঝতেন যে, কম বেতনে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিনা বেতনের চাকরীতে শ্রমিক রফতানী করতে গেলে পেশা পদবীতে অতটা নীচে না নামলেও চলতো। নিতান্তই যদি মার্কা মারতে হয় তাহলেও 'শেফার্ড'র বদলে 'কাউ বয়' লিখলেও কিছুটা সম্ভ্রম রাখা যেতো। এযাবৎ এ সব থার্ডক্লাশ বজ্জাতিই বিশ্বজুড়ে শ্রমবাজারে বাংলাদেশের বিপত্তি, বাঙালির বদনাম বাড়িয়েছে। ভিসা কেনা বেচার সুবাদে সন্ত্রাসী, দাগী অপরাধী, নির্বাচনে হেরে যাওয়া রাজনৈতিক দলের সন্ত্রাসী ক্যাডারও শ্রমজীবি মানুষের কাতারে সামিল হয়ে আইনের হাত থেকে পালানোর সুযোগ করে নেয়। বিদেশে এসে এরা

নিজেরা যেমন অপরাধে লিপ্ত হয় তেমনি অভাবী শ্রমজীবি মানুষকেও অপরাধে প্রলুব্ধ করে, বাধ্য করে। আবর্জনার মত এই অপরাধীরা দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে আবর্জনা বাড়িয়ে চলে। এরাই মুলত: বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি বিনষ্টের মূল হোতা। এদের কালিমার তলে চাপা পড়ে থাকে বৃহত্তর প্রবাসী শ্রমজীবি গোষ্ঠীর নিষ্ঠা, সততা, অধ্যাবসায়। বাংলাদেশ চিত্রিত হয় কদর্যরূপে। এই চিত্রপটে চলমান বর্তমানকে এড়িয়ে সমাজের প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গীকে উপেক্ষা করে, ইতোমধ্যে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা ভিন্‌দেশ, ভিন্‌ জাতির অতীত ইতিহাস,গৌরব খুঁড়তে যাওয়ার কার এমন দায়? স্বেচ্ছায় সেই দায় মাথায় তুলে নিয়েছেন কুয়েতের স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ, বিদগ্ধ সুশীল সমাজের এক অগ্রগন্য সভ্য। সঙ্গত কারনেই প্রশ্ন আসে এই মুহূর্তে দিন বদলের বাংলাদেশের কি কিছুই করনীয় নেই? যেখানে বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমুর্তি উদ্ধারে জনগনের টাকায় ‘লবিস্ট ফার্ম’ নিয়োগ দেয়ার ঐতিহ্য আছে সেখানে প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে জাতীয় সংসদে একটা ধন্যবাদ প্রস্তাব পাশ কিংবা বিশেষ রাষ্ট্রীয় সম্মাননা প্রদান কি অসম্ভব কিছু? কুয়েতে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং প্রবাসী সংগঠনগুলোরও কি এ ক্ষেত্রে কিছুই করার নেই?

দিন বদলের সরকারের নেতৃত্বে ঘুরে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক মহামন্দার সময়েও দেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তিতে দাঁড় করাতে পেরেছে। কৃষিতে উপর্যুপরি সাফল্য, সফল মুদ্রানীতির ফলে মুদ্রাস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখতে পেরেছে, প্রচার মাধ্যমের একাংশের উস্কানি স্বত্বেও নিত্য প্রয়োজনীয় পন্যমূল্য মাত্রাতিরিক্ত বাড়েনি, কখনও কখনও পন্য বিশেষে তা বাড়লেও আবার কমেছেও। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রমবর্ধমান রিজার্ভ বিশ্ব বাজারে দরকষাকষির ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে সুবিধাজনক অবস্থান দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রী সভার সদস্যদের পরিচ্ছন্ন ইমেজ, বিরোধী রাজনীতির শত অপপ্রচার স্বত্বেও দেশে, এবং বিদেশে বাংলাদেশকে নুতন ভাবে পরিচিত করছে। সাফল্যের মুকুটে সর্ব সাম্প্রতিক পালক- জাতির জনক হত্যাকান্ডের বিচার করতে পারার মধ্যে বাংলাদেশের সামাজিক নৈতিক বোধোদয় সভ্য সমাজে বাংলাদেশের হৃত স্থান পুনরুদ্ধারে সহায়ক হয়েছে। দেশের ভবিষ্যত উন্নতি-অগ্রগতির স্বার্থে যে কোন মূল্যে এই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারা এখন সময়ের চ্যালেঞ্জ । এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশের অবৈতনিক কুটনীতিক প্রবাসীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই যেনতেনভাবে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অংক কষার চেয়ে এই ক্ষেত্রে পেশাদারীত্বের প্রমাণ দেয়া ঢের বেশী জরুরী। শ্রম, বৈদেশিক কর্ম সংস্থান, পররাষ্ট্র , স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বর্হিবিশ্বে বাংলাদেশ দূতাবাস এবং দেশের প্রচার মাধ্যম সবার সম্মিলিত উদ্যোগে এই পেশাদারীত্ব অর্জন সম্ভব। বিদেশে যখন যেখানে যেভাবে সম্ভব বাংলাদেশী- শ্রমবান্ধব, ন্যায়ানুগ, যথাযোগ্য অনুকূল সামাজিক পরিবেশের চাষাবাদ এই পেশাদারীত্বের প্রথম ধাপ।

জনাব আলী আল বাগলি বাংলাদেশের কাঙ্খিত সর্ম্পকের এই ধাপে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড় কথাটা কুটনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আর বিশ্বজুড়ে তথাকথিত অদক্ষ শ্রমিকের দ্রুত অপসৃয়মান কর্ম সংস্থান কেন্দ্রীক দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের চড়াই উৎরাই নিয়েও বলা যায়- বড় প্রেম যেমন সময় বিশেষে দূরে ঠেলে দেয় তেমনি একতরফা ভালবাসাও ‘খতরনাক’। বর্তমান না হোক ভবিষ্যত সুবিধার কোন সম্ভাবনাই হেলায় হারাবার নয়। কুয়েতের সাবেক তেল মন্ত্রী, প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ, সুশীল নাগরিক সমাজের পুরোধা ভদ্রজন তাঁর মন্তব্য প্রতিবেদনের শিরোণাম দিয়েছেন “আই লভ বাংলাদেশী’জ”। কুয়েতে দিন বদল কি মন বদলের এই দিনে অন্তত: ভদ্রতার খাতিরেও কি বাংলাদেশ বলবেনা “আই লভ য়্যু টুও?”

aliazamali@hotmail.com